দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...21 AUG 1988...
পৃষ্ঠা... ... ৫ ... কলাম ৩ ...

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস ও কিছু কথা

সারাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা আজ হুমকির সম্মুখীন। সুপরিকল্পিতভাবে দেশের তথাকথিত রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ছাত্রদেরকে তাদের রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে দীর্ঘদিন ব্যবহার করে আসছে। যার ফলশ্রুতিতে ইদানীং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সুস্থ ছাত্র রাজনীতির পরিবর্তে পেশীশক্তির আস্ফালনটাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন বিবদমান গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ আজ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ আজ আকাশ কুসুম কল্পনা মাত্র। কিছুদিন আগেও ছাত্র সংঘর্ষের এই ব্যাপকতা প্রায় ক্ষেত্রেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো। কিন্তু ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে মেডিকেল কলেজগুলোও ক্রমশঃ ছাত্র সংঘর্ষের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে আজ দেশের চারটি মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষিত হয়েছে। এর মধ্যে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ রয়েছে।

ঈদুল ফিতরের ছুটি শেষে ২৭ মে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ যথারীতি খোলে। কিন্তু ঈদের আমেজ কাটবার আগেই ৩১ মে'র এক মর্মান্তিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিরে ১ জুন কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষিত হয়। ইতিমধ্যে কোরবানীর ঈদ অতিক্রান্ত হয়ে প্রায় দু' মাসের অধিককাল সময় মেডিকেল কলেজ বন্ধ রয়েছে। নিকট ভবিষ্যতেও তা খুলবার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।

এই অনভিপ্রেত বন্ধের দরুন চার বর্ষের সাপ্লিমেন্টারী প্রফেশনাল পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণাও স্থগিত রয়েছে এবং প্রথম বর্ষের ছাত্ররা ভর্তি পরবর্তী মাত্র সাতদিন ক্লাস করেছে এবং এই বন্ধ যদি দীর্ঘায়িত হয় তাহলে তাদের পুরো এক বছর নষ্ট হওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে।

মেডিকেল কলেজসমূহের এই অস্থিতিশীলতা মূলতঃ সারাদেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণেই। তবে মেডিকেল কলেজসমূহের প্রশাসনের অদূরদর্শিতাও অনেকাংশে দায়ী। তারা যদি আরও একটু আন্তরিক হতেন তাহলে বহু অবাঞ্ছিত ঘটনা হতে মেডিকেল কলেজগুলো রক্ষা পেতো। প্রায় ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসের কারণ, এর সুষ্ঠু সমাধান এবং সন্ত্রাসকারীদের চিহ্নিতকরণ ও শাস্তি বিধানের পথে অগ্রসর না হয়ে পাশ কাটিয়ে কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেন। এর ফলে ঘটনা সাময়িকভাবে চাপা পড়লেও সন্ত্রাসের বীজ তো মোটেও উৎপাটিতে হয় না, বরং; আরও পল্লবিত হয়—যা ভবিষ্যতে আরও বড় সংঘর্ষের জন্ম দেয়। এর ফলে মেডিকেলের মতো কষ্টসাধ্য ও দীর্ঘ শিক্ষা জীবন আরও দীর্ঘায়িত হয় এবং দেশ বঞ্চিত হয় যোগ্য চিকিৎসক হতে।

তাই মেডিকেল কর্তৃপক্ষসহ দেশের নীতি নির্ধারকদের কাছে আবেদন—আপনারা রাজশাহী মেডিকেলসহ দেশের সকল বন্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো অবিলম্বে খুলে দিন। কিভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সন্ত্রাসমুক্ত করা যায় তা জরুরীভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এখনই, তা না হলে এই আগুন হতে কেউ রক্ষা পাবেন না।

মোঃ আনোয়ার পাশা
রাজশাহী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়,
রাজশাহী।